তারিখ 23 JUL 2017
পৃ ৮ ২

ফুলবাড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিশুদের স্কুলঘরের বেহাল দশা

ফুলবাড়ির ১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঝুঁকিপূর্ণ– এমন একটি প্রতিবেদন সমকালে প্রকাশিত হয়েছে শনিবার। কোনোটির ছাদের পলেস্তারা খসে পড়েছে, কোথাও বা বিমে দেখা দিয়েছে ফাটল। মেঝেতেও সৃষ্টি হয়েছে ফাটল। শিশুরা পড়তে আসে এসব প্রতিষ্ঠানে। এটা সবার জানা যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত অসচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা পড়াশোনা করে। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বেতন দিতে হয় না। পাঠ্যবই মেলে বিনামূল্যে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী বৃত্তিসহ আরও কিছু সুবিধা পায়। সাম্প্রতিক সময়ে এমনকি হতদরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারছে, তার অন্যতম কারণ সরকারের এসব সুবিধা। এটা কোনোভাবেই করুণা নয়। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হলে এ ধরনের বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে এবং তার পরিমাণ ক্রমে বাড়াতে হবে। শিশুদের শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ উন্নত করাও এই বিনিয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হতে হবে। শিশুরা পাকা ভবনে পড়ছে– এটা ভালো খবর। যে কোনো পাকা ভবনের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল থাকে। কিন্তু ডিজাইনে ত্রুটি, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হলে কিংবা নির্মাণ কাজে অন্যান্য ত্রুটির কারণে মেয়াদের আগেই সেটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সময়েই তদারকি দরকার। একবার স্থাপনা হস্তান্তর করা হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু এখন যেহেতু একটি উপজেলায় ১৫টি স্কুল ভবন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে, তাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে পারে। দেশের অন্যান্য স্থানের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে। মানসম্পন্ন ভবন নির্মাণ নয়, বরং অনেক স্থানে এ সুযোগে ঠিকাদার এবং আরও কিছু প্রভাবশালী লোককে কিছু অর্থ পাইয়ে দেওয়াই থাকে মুখ্য উদ্দেশ্য। রাতারাতি এ ধারা থেকে বের হয়ে আসার সম্ভাবনা হয়তো ক্ষীণ। এ কারণে ফুলবাড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মেরামত-সংস্কারের কাজ জরুরি ভিত্তিতে হাতে নেওয়ার তাগিদ দিতে চাই। তবে এ কাজে যে বরাদ্দ মিলবে, তার যেন যথাযথ ব্যবহার হয়– সেটা নিশ্চিত করায় চাই কঠোর নজরদারি।